17

দৈনিক বাংলা

তারিখ ··· 06 SEP 1996 ··· ···
পৃষ্ঠা ··· ৭ ··· কলাম ··· ৭ ·····

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল চুক্তি সই ॥ ভার্সিটিতে ধর্মঘট প্রত্যাহার ঃ হল অছাত্রমুক্ত হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উন্নতি ও বর্তমান একাডেমিক অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদলের মধ্যে ১০ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ডঃ এ কে এম নুরুন্নবী ও সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল খালেক ও ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি এনামুল হক শামিম চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ছাত্রদল আহূত অনির্দিষ্টকালের ছাত্র ধর্মঘট প্রত্যাহার হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ভারপ্রাপ্ত ভিসির মধ্যস্থতায় যে শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে তার প্রশংসা করা হয়েছে।

১০ দফা এই সমঝোতা চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আগামী রোববার হল কর্তৃপক্ষ, ভিসি, প্রক্টর ও ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের তাদের নিজ হলে উঠানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং অছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়া হবে। এই কারণে সকাল ৮টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত হলগুলি সম্পূর্ণ খালি করা হবে এবং ছাত্রদের হল মিলনায়তনে জড় করে বৈধ পরিচয়পত্র ও রেজিষ্টার খাতা দেখে নিজ নিজ সিটে তুলে দেয়া হব। সভায় ছাত্রদলের সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানীসহ গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সরকারকে অনুরোধ করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

এছাড়া কর্তৃপক্ষ আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা দু'সপ্তাহ পিছিয়ে দেবেন এবং আগামী শনিবার ধর্মঘট না

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল চুক্তি সই ॥ ভার্সিটিতে ধর্মঘট প্রত্যাহার ঃ হল অছাত্রমুক্ত হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থাকলেও ক্লাস বন্ধ থাকবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

এই সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, মনোয়ার হোসেন রানা, এ বি এম মোশারফ হোসেন, মনির হোসেন, নসরুল্লাখান জোনায়েদ, রুহুল কুদ্দুস কাজল, জাকির আহমদ বাবলু, ছাত্রলীগের (শা-পা) আবু সাঈদ আল স্বপন, মাহাবুবুল হক শাকিল, শাজাহান আলম সাজু, অজয় কর খোকন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাহাদুর বেপারী, সাজ্জাদ হোসেন, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের আব্দুল্লাহেল কাইউম, আসলাম খান, জিয়াউল হক জিয়া প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি হচ্ছে ঃ

১। হল কর্তৃপক্ষ ভিসি, প্রক্টর, ছাত্র সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় হলসমূহকে অছাত্র ও বহিরাগতমুক্ত করে বৈধ ছাত্রদের নিজ নিজ সিটে তুলে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে হল প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হলে বর্তমানে অবস্থানকারী সকলে সাময়িকভাবে হল গেটের বাইরে অবস্থান করবেন। এরপর হল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখে শনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের স্ব-স্ব সিটে তুলে দেবেন।

২। কোন সংগঠনের নেতা-কর্মী বা সংগঠনের পরিচয়ে কেউ সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেবেন না। কোন সংগঠনের কোন সদস্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট সংগঠন সেই ছাত্র বা ছাত্রীদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক যদি কোন সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়, তার জন্য কোন সংগঠন তার বা তাদের মুক্তি দাবী করবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বা তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সকল ছাত্র সংগঠনকে তা মেনে নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠন তার বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি দেবে না বা তার জন্য কোন তদবির বা আন্দোলন করবে না।

৩। কোন সংগঠনের কোন সদস্য অন্য কোন সংগঠনের সদস্য বা সদস্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংগঠন নিজ দায়িত্বে পাল্টা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে না। কেউ নিজ দায়িত্বে পাল্টা ব্যবস্থা নিলে তার বা তাদের বিরুদ্ধেও একাডেমিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। সেক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ ছাত্র বা ছাত্র সংগঠনের সদস্যকে অবিলম্বে সংঘটিত ঘটনা প্রক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একই সাথে দায়ী সংগঠনকে ত্বরিত সিদ্ধান্ত দিতে হবে। অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে।

৪। প্রচলিত নিয়মে যদিও হলে প্রবেশের জন্য কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না, তবুও কোন হলে তল্লাশি করতে চাইলে পুলিশ অবশ্যই প্রভোস্টকে সাথে নিয়ে হলে প্রবেশ করবেন। প্রভোস্টের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হাউজ টিউটরকে সাথে নিয়ে হলে প্রবেশ করবেন।

৫। হলসমূহে কোন সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে (যেমন ঃ ছাত্রসভা, কর্মিসভা, মিছিল ইত্যাদি) কোন রকম বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না। হলসমূহে সকল সংগঠনের কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য পারস্পরিক সোহার্দ্য বজায় রাখতে হবে। কোন রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতা-নেত্রী সম্পর্কে কোন অশ্লীল এবং অশালীন স্লোগান এবং বক্তব্য দেয়া যাবে না।

৬। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরকারী কোন সংগঠন যদি সমঝোতার শর্ত ভঙ্গ করে তবে সংশ্লিষ্ট সংগঠন সম্পর্কে এই ফোরাম আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেবে এবং ভঙ্গকারী দলের বিরুদ্ধে এই ফোরাম ঐক্যবদ্ধভাবে নিন্দা জানাবে।

৭। হলসমূহের মূল গেটটিই কেবল খোলা থাকবে। মহসীন হলের গেট ও প্রাচীর এবং এ এফ রহমান হলের প্রাচীর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

৮। শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সরকারকে অনুরোধ করবেন।

৯। ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন অস্থিরতার সৃষ্টি হলে তার কোন ক্ষতিকারক প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে যাতে না পড়ে অর্থাৎ প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য সকল ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তরিকতার সাথে সচেষ্ট থাকবে।

১০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য আহূত ধর্মঘট আগামীকাল শনিবার থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

শিক্ষক সমিতির সন্তোষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যে পৌছার যে সংবাদ ভারপ্রাপ্ত ভিসি গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদকে অবহিত করেন তা প্রশংসনীয়।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো থেকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে বহিষ্কার করে ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার সকল উদ্যোগের সাফল্য একান্তভাবে কাম্য।